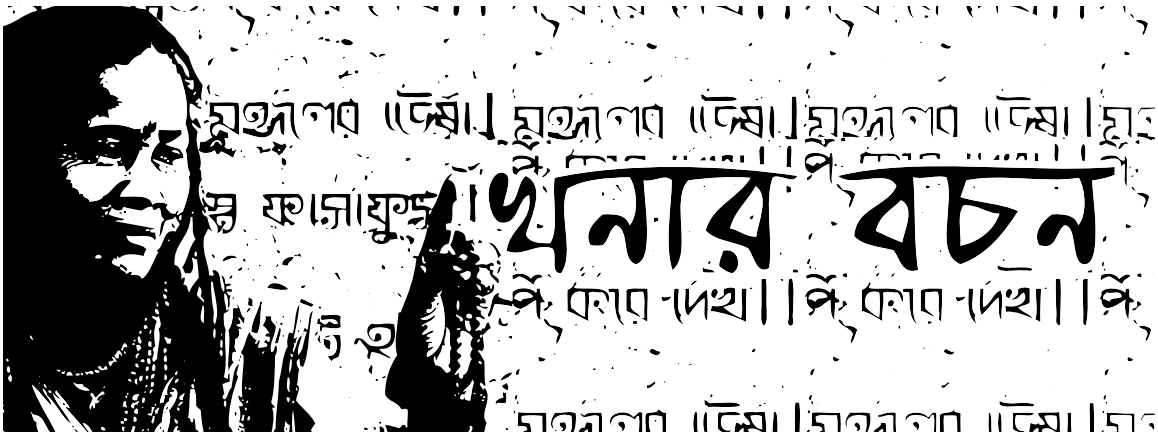

সবজী

১. বলে গেছে বরাহের পো। দশটি মাসে বেগুনরো চৈত্র বৈশাখ দিবি বাদ, ইথে নাই কোন বিবাদ, ধরলে পোকা দিবি ছাই, এর ভালো উপায় নাই।

(চৈত্র ও বৈশাখ বাদ দিয়ে বেগুন রোপণ করা, পোকা লাগলে ছাই দেওয়া।)

২. শোনরে বাপু চাষার বেটা, মাটির মধ্যে বেলে যেটা, তাতে যদি বুনিস পটল, তাতেই তোর আশা সফল।

(বেলে মাটিতে পটল বুনলে ফসল বেশি হয়।)

৩. নদীর ধারে পুঁতলে কচু, কচু হয় তিন হাত উঁচু।

(নদীর ধারে কচু লাগালে ফলন ভালো হয়।)

৪. পটল বুনলে ফাল্গুনে, ফল বাড়ে দ্বিগুণে।

(ফাল্গুন মাসে পটল লাগালে ফলন দ্বিগুন হয়।)

৫. খনা বলে – শুন শুন, শরতের শেষে মূলা বুন।

(কার্তিক মাসে মূলো বপনের কথা বলা হয়েছে)

৬. কচু বনে ছড়ালে ছাই, খনা বলে তার সংখ্যা নাই।

(ছাই দিলে কচু ফলন বৃদ্ধি হয়।)

৭. মানের গোড়ায় ফেল ছাই, তাতেই মান বাড়বে ভাই।

(মানের গোড়ায় ছাই দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তাতে মানের বৃদ্ধি ভালো হয়।)

৮. চালায় চালায় কুমড়ো পাতা, লক্ষ্মী বলেন আছি তথা।

(ফসলের দেবতা লক্ষ্মী। প্রতিটি ঘরের চালে কুমড়ো ফলন দেখে বলা হচ্ছে এখানে লক্ষ্মী এসেছে।)

৯. উঠান ভরা লাউ শসা, খনা বলে লক্ষ্মীর দশা।

(বাড়ির উঠানে সব রকম শাক সবজি থাকলে বলা হয় ফসলের দেবতা লক্ষ্মীর হাতের স্পর্শ পেয়েছে।)

১০. চৈত্র-বৈশাখে লাগাইয়া ঝাল, সুখে কাটে বর্ষাকাল।

(চৈত্র ও বৈশাখে লঙ্কা লাগালে লঙ্কা দাম ভালো পাওয়া যায়।)

ধান

১. আমে ধান, তেঁতুলে বান।

(আম বেশি হলে ধান ভালো হয়, তেঁতুল বেশি হলে বন্যা হয়।)

২. খনা ডেকে বলে যান, রোদে ধান, ছায়ায় পান।

(রোদে ধান ভালো হয়, ছায়ায় পান ভালো হয় সেই কথা বলা হয়েছে।)

৩. দিনে রোদ রাতে জল, তাতে বাড়ে ধানের বল।

(রাতে জল দিনে রোদ দিলে ধান গাছের বৃদ্ধি ভালো হওয়ার কথা বলা হয়েছে।)

৪. বৈশাখের প্রথম জলে, আউশ ধান দ্বিগুণ ফলে।

(বৈশাখের বৃষ্টিতে আউশ ধান ভালো হওয়ার কথা বলা হয়েছে।)

৫. বৈশাখের বুনো আষাঢ়ে রোয়া, জায়গা হয় না ধান থুয়া।

(বৈশাখে বীজ বপন করলে আষাঢ় মাসে রোয়া করলে ধান রাখার জায়গা হয় না।)

৬. কার্তিকের উনো জলে, দুনো ধান খনা বলে।

(কার্ত্তিক মাসে বৃষ্টিতে ঝড়া ধান হয়।)

৭. আউশ ধানের চাষ, লাগে তিন মাস।

(আউশ ধান হতে তিন মাস লাগে।)

৮. এক অঘানে ধান, তিন শাওনে পান।

(অঘানে মাসে ধান হয়ে যায় তিনটি শ্রাবন মাস (২ বৎসর) গেলে পান হয়।)

৯. ঘন ঘন পুঁতো না, পোষের অধিক রেখো না।

(ঘন ঘন ধান রোপণ না করা পৌষ মাসের মধ্যে ধান কেটে নেওয়া।)

১০. থোড় তিরিশে ফুলে বিশে, ঘোড়া মুখো-তের, এই বুঝে শ্বশুর ঠাকুর, কেনা বেচা কর।

(ধানের কাঁচ থোড় থেকে শিষ বের হতে সময় লাগে ৩০ দিন, ফুল হওয়া থেকে ধানের খোসার মধ্যে শষ্য তৈরি হতে সময় লাগে ২০ দিন তার থেকে ধান পুষ্ট হতে সময় নেয় ১৩ দিন এই অবস্থা দেখে ধান বিক্রী করার কথা বলা হয়েছে।)

১১. হলে ফুল কাট শন, পাট পাকিলে লাভ দ্বিগুণ, পৌষের মধ্যে ধান লাভা, খনা বলে দ্বিগুণের জাফা।

(শন ফুল হলে আঁশ ভালো হয়, পাটে পাকলে আঁশ ও পাট বীজ পাওয়া যায়।)

১২. হালিয়া হাল চষে, কৃষাণ বোনে ধান, আগে খায় চোর চোট্টা, পিছে খায় কৃষাণ।

(হালিয়া ধান রোপন করলে ধান গাছ পড়ে যায়, তাতে ইন্দুর খেয়ে নেয় তার পড়ে যেটা পড়ে থাকে সেটা কৃষক পায়।)

বৃষ্টি

১. গাছে গাছে আগুন জ্বলে, বৃষ্টি হবে খনা বলে।

(প্রচন্ড গরমে গাছের পাতা ঝলসে যেতে দেখা গেলে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়।)

২. কার্তিকের পূর্ণিমা করে আশা, খনা বলে শোনরে চাষা, নির্মল মেঘে যদি বাত বয়, রবি খন্দের ভার ধরা না সয়।

(কার্ত্তিক পূর্ণিমায় যদি বৃষ্টি না হয় নির্মল বাতাস বয় তবে ফসল বেশি উৎপন্ন হয়।)

৩. পূর্ব আষাঢ়ে দক্ষিণা বয়, সেই বছর বন্যা হয়।

(সারা আষাঢ় মাস জুড়ে যদি দক্ষিনা বাতাস বয় যে বৎসর বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।)

৪. ডাক দিয়ে বলে মিহিরের স্ত্রী, শোন রে পতির পিতা ভাদ্র মাসে জলের মধ্যে, নড়েন বসুমাতা, রাজ্য নাশে গো নাশে হয়, অগাধ বান হাতে কাটা গৃহী ফেরে, কোথা না পায় ধান।

(ভাদ্র মাসে ভূমিকম্প হলে প্রচুর ফসলের ও প্রাণী সম্পদের ক্ষয় ক্ষতি হয়, সে বৎসর নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা যায় গৃহস্থ ভিক্ষা পাত্র নিতে বাধ্য হয়।)

৫. বেঙ ডাকে ঘন ঘন, শীঘ্র হবে বৃষ্টি জানো।

(চারিদিকে ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি হবে।)

৬. যদি হয় চৈতে বৃষ্টি, তবে হবে ধানের সৃষ্টি।

(চৈত্র মাসে বৃষ্টি হলে, মাটিতে রস জমে এবং চাষীরা লাঙ্গল দিয়ে ধান বপন করার সুযোগ হয়।)

৭. জ্যৈষ্ঠতে তারা ফুটে, তবে জানবে বর্ষা বটে।

(জ্যৈষ্ঠ মাসে আকাশে ঘন তারা দেখলে বৃষ্টি হয়।)

৮. কি করো শ্বশুর লেখাজোখা, মেঘেই বুঝবে জলের রেখা। কোদাল কুড়ুলে মেঘের গাঁ, মধ্যে মধ্যে দিচ্ছে বা। কৃষককে বলোগে বাধঁতে আল, আজ না হয় হবে কাল।

(আকাশে কোদাল, কুড়ুলে মত খন্ড খন্ড মেঘ দেখলে আজ বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা কম তবে তবে কাল বৃষ্টি প্রচুর হবে।)

৯. যদি বর্ষে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

(যদি মাঘ মাসে বৃষ্টি হয় রবি ফসলের উৎপাদন ভালো হয়।)

১০. চৈত্রেতে থর থর, বৈশাখেতে ঝড় পাথর, জৈষ্ঠ্যতে তারা ফুটে, তবে জানবে বর্ষা বটে।

(চৈত্র মাসে যদি আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় ও বৈশাখ মাসে ঝড় ও শিলাবৃষ্টি হয় এর জ্যৈষ্ঠ মাসে আকাশে তারা ফুটে তবে জানবে তাড়াতাড়ি বৃষ্টি হবে।)

১১. বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়, সে বৎসর বর্ষা হবে খনায় কয়।

(বৈশাখ মাসে ঈশান কোণ থেকে বাতাস বয় সে বৎসর তাড়াতাড়ি বৃষ্টি হয়।)

১২. ভাদ্র-আশ্বিনে বহে ঈশান, কাঁধে কোদালে নাচে কৃষাণ।

(ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ঈশান কোণ থেকে মেঘের সৃষ্টি হয় ভালো বৃষ্টি হয় তাতে খরিপ মুরশুমে ফসল ভালো হয়, তার ফলে কৃষকের আনন্দ হয়।)

১৩. ধানের গাছে শামুক পা, বন বিড়ালী করে রা। গাছে গাছে আগুন জলে, বৃষ্টি হবে খনায় বলে।

(ধান গাছে শামুক বেয়ে বেয়ে উঠলে তাড়াতাড়ি বৃষ্টি হতে পারে।)

১৪. পশ্চিমের ধনু নিত্য খরা, পূর্বের ধনু বর্ষে ঝরা।

(পশ্চিম দিকে রামধনু হলে খরা হয় পূর্বে রামধনু হলে বৃষ্টি হয়।)

১৫. স্বর্গে দেখি কোদাল কোদাল, মধ্যে মধ্যে আইল ভাত খাইলাও শ্বশুর মশায়, বৃষ্টি হইবে, কাইল।

(আকাশে খন্ড খন্ড মেঘ হলে বৃষ্টি কাল হবে।)

১৬. যদি বর্ষে আগনে রাজা যায় মাগনে, যদি বর্ষে পৌষে শস্য যায় তুষে।

(অঘ্রহয়ান মাসে বৃষ্টি হলে ফসলে প্রচুর ক্ষয় ক্ষতি রাজার ভান্ডার শূন্য হয়ে যায় রাজাকে ভিক্ষা করতে যেতে হয়।)

ফলচাষ / বাগিচা

১. যদি না হয় আগনে (গ্রীষ্ম) বৃষ্টি, তবে না হয় কাঁঠালের সৃষ্টি।

(অঘ্রহয়ান মাসে বৃষ্টি হলে তবে কাঁঠালের গাছে ফুল ফল ভালো আসে।)

২. ডাক দিয়ে বলে খনা, আষাঢ় শ্রাবণে কলা পুঁত না।

(আষাঢ়-শ্রাবন বৃষ্টি বেশি হয় ফলে বৃষ্টি জলে কলা গাছ নষ্ট হয়।)

৩. বিশ হাত করি ফাঁক, আম কাঁঠাল পুঁতে রাখ।

(২০ হাত দূরে দূরে আম কাঁঠাল গাছ লাগাতে হয়।)

৪. নারিকেল বারো সুপারি আট, এর ঘন তখনি কাট।

(নারিকেল ১২ হাত আর সুপারী ৮ হাত দূরে লাগাতে হয় এর ঘন লাগালে গাছে ফল ভালো হয় না।)

৫. খনা ডাক দিয়ে বলে, চিটা দাও নারিকেল মূলে। গাছ হয় তাজা মোটা, শীঘ্র শীঘ্র ধরে গোটা।

(নারিকেল গাছের গোড়ায় চিটা দিয়ে ঢেকে দিলে তাড়াতাড়ি ফল আসে (চিটাতে পটাশ থাকে, ফল দিতে পটাশ সারের প্রয়োজন হয়)।)

৬. তিনশ ঘাট কলা রুয়ে, থাক গেরস্ত ঘরে শুয়ে, রুয়ে কলা না কেটে পাত, তাতেই কাপড় তাতেই ভাত, শতেক ধেনু হাজার

কলা, কি করবে আকাল শালা।

(৩৬০টি ঝাড় কলা গাছ রোপণ করলে ভাত কাপড়ে অভাব হয় না, যদি না পাতা কাটা হয়।)

৭. বাঁশের নাতি কলার পো, বছর বছর তুলে রো।

(বাঁশের চারা ও কলা গাছে চারা প্রতি বছর তুলে রোপণ করতে হয় মূল গাছের বৃদ্ধি ও ফলন ভালো হয়।)

৮. আগে পুঁতে কলা, বাগ বাগিচা ফলা, শোনরে বলি চাষার পো ক্রমে নারিকেল পরে গো।

(কলা গাছ স্বল্পমেয়াদী ফল বাগান করার আগে ভূমি সূর্যালোকের সদ্য বহারের কথা বলা হয়েছে ২টি ফল গাছের ফাঁকে নারিকেল ও সুপারী গাছ লাগানোর কথা বলা হয়েছে।)

৯. দাতার নারিকেল বখিলের বাঁশ, কমে না বাড়ে বারো মাস।

(নারিকেল (ডাব) যত গাছ থেকে কাটা হবে তত বাড়বে, বাঁশ রেখে দিলে বৃদ্ধি ভালো হবে।)

১০. চৈতের কূয়া আমের ক্ষয়, তাল তেঁতুলের কিরা হয়।

(কুয়াশায় আমের বোল নষ্ট হয় তাতে তাল তেঁতুলের কিছু ক্ষতি হয় না।)

১১. গো নারিকেল নেড়ে রো, আম টুকরো কাঁঠাল ভো।

(সুপারী ও নারিকেল নেড়ে পোঁতলে গাছ বলবান হয় আম কাঁঠাল নেড়ে পোঁতলে ফল ছোট হয়।)

১২. সুপারীতে গোবর, বাঁশে মাটি। অফলা নারিকেল শিকড় কাটি।

(সুপারী গাছের মূলে গোবর সার বাঁশে মাটি দিতে হয় আর নারিকেল গাছে ফল না ধরলে তার কিছু শিকড় কেটে দিতে হয়।)

১৩. যদি না হয় আগনে জল, কাঁঠাল হয় টানাটানি।

(অঘ্রহয়ান মাসে বৃষ্টি না হলে কাঁঠাল গাছে ফল ফুল সহজে আসে না।)

১৪. তিন নাড়ায় সুপারি সোনা, তিন নাড়ায় নারিকেল টেনা, তিন নাড়ায় শ্রীফল বেল, তিন নাড়ায় গেরস্থ গেল।

(গেরস্থ তিন বারের বেশি ঘর পরিবর্তন করলে অকল্যাণ হয়।)

১৫. তাল তেঁতুল কুল, তিনে বাস্তু নির্মূল।

(তাল তেঁতুল কুল বাড়ির কাছে না লাগলে ভালো।)

১৬. সকল গাছ কাটাকুটি, কাঁঠাল গাছে দেই মাটি।

(বসত বাড়ি পাশে প্রচুর ফল গাছ লাগায় লোভে পড়ে গাছ ঘন হয়ে গেলে ফল দেয় না, সেই কারণে গাছ কাটতে বলা হয়েছে কিন্তু কাঁঠাল গাছের ডাল কেটে গোড়ায় মাটি দিলে ফল তাড়াতাড়ি আসে।)

ডাল ও তেল

১. ভাদ্রের চারি আশ্বিনের চারি, কলাই রো বি যত পারি।

(ভাদ্র মাসের চার থেকে আশ্বিন মাসের চার মধ্যে কলাই রোপণ করলে ভালো ফলন পাওয়া যায়।)

২. খনা বলে চাষার পো, শরতের শেষে সরিষা রো।

(আশ্বিন মাসে সরিষা বুনলে ভালো ফল দেয়।)

৩. ঘন সরিষা, পাতলা রাই, লেঙ্গে লেঙ্গে কাপাস বাই।

(ঘন করে ঝাঁটি সরিষা বুনতে হয় পাতলা করে রাই সরিষা বুনতে হয়, ১½ ফুট দূরত্বে তুলা গাছ লাগাতে হয়।)

৪. সরিষা বনে কলাই মুগ, বুনে বেড়াও চাপড়ে বুক।

(সরিষা চাষের পরে কলাই বা মুগ চাষ করলে মাটি উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি হয়।)

৫. আশ্বিনে উনিশ, কার্তিকের উনিশ, বাদ দিয়ে যত পারিস, মটর কলাই বুনিস।

(কার্ত্তিক মাসে শেষের দিকে মটর চাষ করলে ভালো ফল দেয়।)

চাষ পদ্ধতি

১. খরা মাসে ঢালবি জল, সকল মাসেই পাবি ফল, "বেদের কথা না হয় আন, তুলা বিনা না পাকে ধান।"

(বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে চাষের জমিতে জল দিলে সারা বছর ফসল পাওয়া যায় বেদের কথা জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তুলা রাশি কন্যা রাশির পর হয় বাংলা এটা সপ্তম মাস অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের আগে ধান পাকে না।)

২. বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠেতে হলুদ রোও, দাবা পাশা ফেলিয়া থোও। আষাঢ়-শ্রাবণে নিড়িয়ে মাটি ভাদ্রে নিড়িয়ে করবে খাঁটি। এর অন্যথা পুঁতলে হলুদি, পৃথিবী বলে – তাতে কি ফল দি।।

(দাবা পাশা সর্বনাশা খেলা বাদ দিয়ে বৈশাখ ও জৈষ্ঠ মাসে হলুদ রোপণ করার কথা বলা হয়েছে, আষাঢ় ও শ্রাবন মাসে পরিচর্যা করার কথা বলা হয়েছে। অন্য মাসে করলে ফল ভালো হবে না।)

৩. ষোল চাষে মূলা, তার অর্ধেক তুলা। তার অর্ধেক ধান, বিনা চাষে পান।

(১৬ বার চাষ দিয়ে মূলো বপন করা ৮ বার চাষ দিয়ে তুলা লাগাতে হয় ৪ বার চাষ দিয়ে ধান রোপন করতে হয় চাষ না করে পান লাগালে ভালো ফল পাওয়া যায়।)

৪. তামাক বনে গুঁড়িয়ে মাটি, বীজ পুঁত গুটি গুটি।

(তামাকের বীজতলার মাটি ভালো করে গুঁড়ো করতে হয় তারপর বীজ ফেলতে হয়।)

৫. আখ, আদা, পুঁই, এ তিন চৈত্রে রুই।

(চৈত্র মাসে আখ, আদা ও পুঁই শাক রোপণ করতে হয়।)

৬. সেচ দিয়ে কর চাষ, সবজী পাবে বার মাস।

(জল সেচ দিলে বারো মাস ফসল পাওয়া যায়।)

৭. মূলার ভুঁই তুলা, ইক্ষুর ভুঁই ধূলা।

(আদর্শ জমির কথা বলা হয়েছে আখ ও মূলা সেই জমিতে লাগাতে হয়।)

৮. বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের বৃষ্টিপাতে, বাঁশের চারা দিবে পুঁতে।

(বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে বাঁশের চারা রোপণ করতে হয়।)

৯. আগে বাঁধো আলি, রোও তবে শালি, না যদি ফল ফলে, গালি পেড়ো খনা বলে।

(আমন ধান চাষের আগে যদি জমি আল বাঁধতে বলা হয়েছে, না বাঁধলে ফল ভালো হবে না।)

১০. বাঁশের ধারে হলুদ দিলে, খনা বলে দ্বিগুণ বাড়ে।

(বাঁশ ঝাড়ের ক্ষেতের আসে পাশে হলুদ লাগালে হলুদ ভালো হয়।)

১১. ফাল্গুনে আগুন চৈতে মাটি, বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি।

(ফাল্গুন মাসে বাঁশের ঝাড়ে ঝড়ে যাওয়া শুকনো পাতা আগুন ধরিয়ে দিলে পাতা পুড়ে জমিতে পটাশ সার যুক্ত হয় তার পর মাটি দিলে বাঁশের চারা তাড়াতাড়ি বেড়িয়ে পড়ে মাটির মধ্যে থেকে।)

১২. শীষ দেখে বিশ দিন, কাটতে মারতে দশদিন, ওরে বেটা চাষার পো, ক্ষেতে ক্ষেতে শালী রো।

(ধানের শীষ থেকে ধান পাকতে ২০ দিন লাগে কাটা ও ঝাড়াই মাড়াই দশ দিন লাগে।)

পশু পালন

১. গাই পালে মেয়ে, দুধ পড়ে বেয়ে।

(গাইকে পরিচর্যা করলে গাইয়ের দুধ বেশি হয়।)

অন্যান্য

১. পান পোঁত শ্রাবণে, খেয়ে না ফুরায় রাবণে।

(পান শ্রাবন মাসে রোপণ করতে হয় করলে ফলন ভালো হয়।)

২. যদি বর্ষা ফাল্গুনে, চিনা কাউন দ্বিগুণে।

(ফাল্গুন মাসে বর্ষা হলে চিনা কাউন ফলন খুব বেশি হয়।)

৩. মাঘের মাটি হীরের কাটি, ফাল্গুনের মাটি সোনা চৈতের মাটি যেমন তেমন, বৈশাখের মাটি নোনা।

(শীতের শুষ্ক আবহাওয়ায় মাটি শক্ত হয় ফাল্গুন মাসে বর্ষাতে মাটিতে রস সঞ্চিত হয় কর্ষণ করে গ্রীষ্ম কালে শাক সবজী লাগনো সম্ভব হয় চৈত্র মাসে মাটিতে রস থাকে না যদি না কাল বৈশাখী না হয় তার ফলে বৈশাখ মাসে মাটির উপরি স্তরে নুনের আস্তরণ পড়ে যায় সেই কারণে বৈশাখ মাসের মাটি লোনা বলা হয়।)

৪. মধুমাসে ত্রয়োদশ দিনে বয়, শনি খনা বলে এ বৎসর হবে শস্যহানি।

(ফাল্গুন মাসের ১৩ তারিখ শনিবার পড়লে এ বৎসর নানা কারণে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়।)

৫. নিত্য নিত্য ফল খাও, বদ্যি বাড়ি নাহি যাও।

(প্রতি দিন ফল খেলে ডাক্তারের কাছে যেতে হয় না)

৬. জল খেয়ে ফল খায়, যম বলে আয় আয়।

(ফল খেয়ে জল খেলে অম্বল অবশ্যম্ভাবী সে কারণে যমের সাথে তুলনা করা হয়েছে।)

৭. গোবর দিয়া কর যতন, ফসল রতন ফলবে দ্বিগুণ।

(গোবর সার দিয়ে চাষ করলে ফসল বেশি হবে।)

৮. জৈষ্ঠে খরা আষাঢ়ে ভরা, শষ্যের ভার সহে না ধরা।

(জ্যৈষ্ঠ মাসে শুকনো হলে আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হলে সে বৎসর প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়।)

৯. যদি থাকে টাকা করবার গোঁ, চৈত্র মাসে ভুট্টা গিয়ে রো।

(চৈত্র মাসে ভুট্টা লাগালে ফসল বিক্রি করে ভালো লাভ হয়।)

একটি নবদিশা উদ্যোগ

AHEAD Initiatives

নবদিশা-র পক্ষে ৫/১/২/জি, কর্ণফিল্ড রোড, কলকাতা – ৭০০০১৯ থেকে প্রকাশিত ও ডি আর সি এস সি থেকে মুদ্রিত।